বীণা

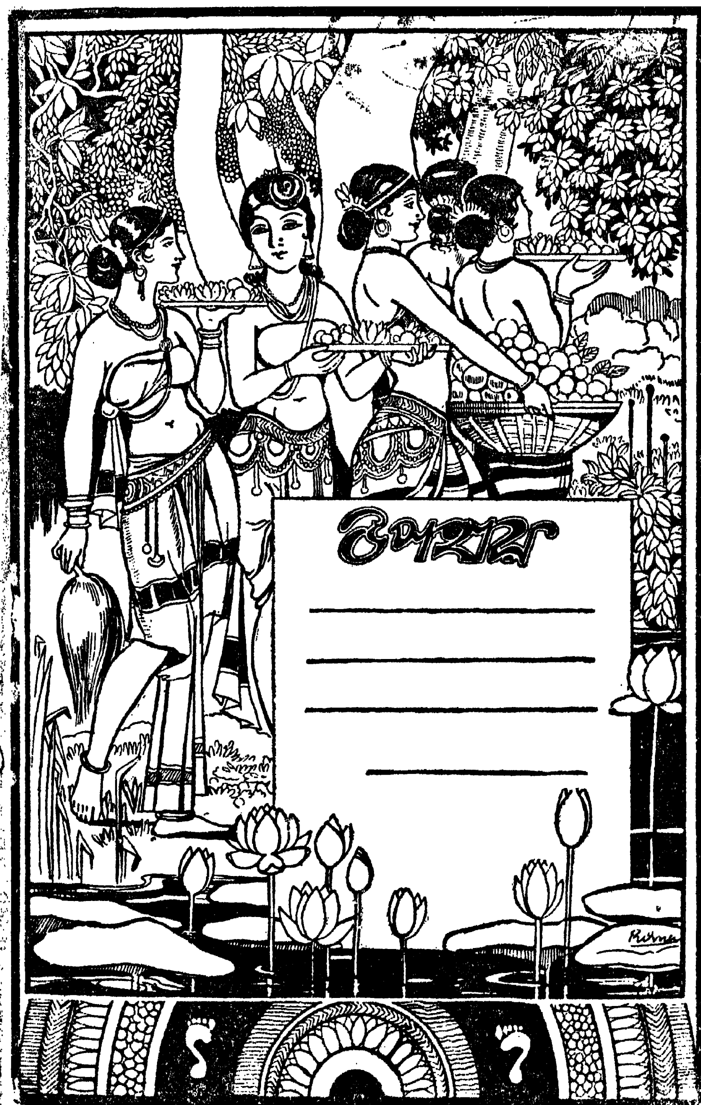
শ্রীঅমিয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দশ আনা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিন্টার-শ্রীনরেন্দ্র নাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা


উপহার

উৎসর্গ

"——তবু জানি, এক দিন তুমি দেখা দিয়েছিলে ব'লে
গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফ'লে,
আজো নাই শেষ ;......
আজ তুমি আর নাই, দূর হ'তে গেছো তুমি দূরে,
বিধুর হ'য়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দুরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রী-হীন,
সব মানি,—সব চেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন ॥"

—রবীন্দ্রনাথ—

ভূমিকা

স্নেহাস্পদ কবি শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "বীণা"খানি আমার কাছে কেন পাঠাইলেন, তাহা বুঝিলাম না! কবির "বীণা" অ-কবির কাছে কেন? ইহার একটি সঙ্গত কৈফিয়ৎ আছে বলিয়া মনে হয়। বীণা যদি ভাল বাজে, সুরবোধহীনের কাণে ও প্রাণে তাহারও মধুর ঝঙ্কার ধ্বনিত হয়। তাই কি কবি অ-কবির 'কাণ' দিয়া তান যাচাই করিয়া লইলেন?

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র উচ্চশিক্ষিত; শুধু ভারতের নয়, সাগর পারের যে দেশের শিক্ষার নাম-ডাক আছে, অমিয় সেই দেশে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত। তাঁহার পক্ষে বঙ্গবাণীর মন্দির দ্বারে বীণা-বাদন, আশার কথা, আনন্দের কথা। তিনি বীণাপাণি ভাষাজননীর বরলাভ করিয়া ধন্য হৌন।

তাঁহার "বীণা"র তারে অনেক সুরই উঠিয়াছে, কখন নাচিয়াছে, কখন কাঁদিয়াছে, কখনও ব্যথায় শুধু গুমরিয়া মরিয়াছে। সুর সর্ব্বথা সুস্পষ্ট।

কবিতাগুলির সব চেয়ে বড় বিশেষত্ব, গতানুগতিকতার গন্ধও নাই; আর অনুকরণের কোন চেষ্টাই দৃষ্ট হয় না। ভাব যখন যে ভাবে বাহির হইতে চাহিয়াছে, কবি তাহাকে সেই ভাবেই রূপ দিয়াছেন।

বাঙ্গালাদেশে কবিতার বহির আদর আছে, কদরও আছে, কবির পসারও হয়—হয় না কেবল পয়সা। "বীণা"র কবি অর্থের প্রার্থী নহেন, তাঁহার মনঃসরোবর-বিকশিত মানস কমলগুলি বাণীপূজায় উৎসৃষ্ট হইলে কবি জীবন সফল জ্ঞান করিবেন; বাণী-সেবকের পক্ষে ইহার চেয়ে কাম্য আর কি হইতে পারে?

শ্বেতবসনা, শ্বেতকমলাসীনা দেবী-পাদমূলে ভক্ত যে "বীণা" উপহার দিয়াছেন, তাহার সুরলহরী সুপ্রিয় হোক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। ইতি—

বাঙলা-ভবন—বালীগঞ্জ,
কলিকাতা, ১২ ফাল্গুন ১৩৩৭

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

সূচীপত্র

বীণা

অতীত ও বর্ত্তমান

(১)

সেদিনও এমনি এক
শরতের সন্ধ্যা সমাগমে,
কোন ইন্দ্রজাল
রচেছিল সে বাতাস, কোমল আঁধার।
সেথা তারকার ফুটেছিল ছায়ার স্বপন
এই ভাগীরথীবুকে সন্ধ্যাতারা হেরি,
তোমারে কহিয়াছিনু—
"সুন্দর এ তারা, তার চেয়ে চারুতর
তব ললাটের উজ্জ্বল সিন্দূর-বিন্দু।"
শুনিয়া সরমে নিয়াছিলে টানি
আমার অঙ্গুলিগুলি তোমার অধরে।

(২)

সে সন্ধ্যা গিয়াছে কবে
অনন্তে মিশায়ে,
অচপল গঙ্গাজলে।
আজো কাঁদে সেই সুর নিশীথের ঝড়ে,
আজো বহে ভাগীরথী, আজো ফোটে তারা,
আজো জাগে এ হৃদয়।
বুকের শোনিতে
সিক্ত বেদী—রিক্ত আজি ; হে পাষাণী প্রিয়া,
আজ তুমি নগরের আলোক সঙ্গীতে
ভুলে গেছ এ দূরের পূজারী তোমার ?

আবিষ্কার

আজি তব আঁখি তারকায়
দেখিয়াছি আমার মূরতি খানি,
আজি তব কথায় কথায়
পড়িয়াছি আমার কবিতা খানি।
আমার এ অসম ছন্দ, গেঁথেছ তোমার
চরণের প্রতি পদক্ষেপে,
তোমার শিথিল কুন্তলে, বেদনা আমার হৃদয়ের,
উঠে কেঁপে কেঁপে।
আজিকে তোমার করুণায়
ছড়ায়েছ আমারি হতাশা তুমি,
বাতাস ফিরিছে কেঁদে কেঁদে,
নিরাশায় তোমারি ললাট চুমি।
কে জানে দেখেছি আজিকে যা'
বহুদিন রেখেছ হৃদয়ে ধরি,
যা' চাহ পরাণ মাঝারে তা'
পারিয়াছ রাখিতে গোপন করি।

বীণা

নীরবে যে শিশির স্নিগ্ধ, শীতল করিছে ধরণীরে
পʼড়ি নিশি নিশি,
তাহারে কে কোথায় দেখে,
তাহার কণিকা পড়ে যবে, আঁধারেতে মিশি ?
শুধু যবে পরশে তাহারে
সকালেতে আপন কোমল পায়ে,
জেগে ওঠে চেতন তাহার
শিশিরের শীতল সজল ঘায়ে।
ওগো লক্ষ্মি, বুঝেছি আজিকে—
জীবনের অশুভ লগন মাঝে,
তুমি সতি, ভুলেছ আপনা
অদৃষ্টের অদৃশ্য অজানা কাজে ;
আমার এ জীবন শূন্য ;
নেওয়া দেওয়া, ভালবাসা, ফুরায়েছে সব,
আজিকে যাʼ রয়েছে বাকি,
তাহার ফাঁকির এ যাতনা করি অনুভব ॥

পদ-রেখা

আজি এই ক্ষুদ্র মোর গৃহকোণে বসি—
কি কথা করিছে খেলা স্মৃতিপথে আসি!
মনে পড়ে কবে কোন্ সন্ধ্যার ছায়ায়
একদিন কবে কোন্ স্বপন মায়ায়,
জাগ্রত বসন্তে কবে জীবনের মাঝে,
যে দিন ধরিত্রী রাণী অভিনব সাজে
কি বারতা ছড়াইয়া বিহঙ্গম গানে,
মোহিত করিল বিশ্বে হাসিয়া গোপনে।

সেই মোর জীবনের মাহেন্দ্র লগনে,
তুমি দেবি, এসেছিলে মন্থর চরণে,
মোর এই গৃহমাঝে শুধু একবার—
জীবনের পুণ্যদিনে সেই শেষবার।

গৃহের ধূলির মাঝে তব পদরেখা,
হৃদয়ের ব্যথা সম রহিয়াছে আঁকা।

কাটিয়াছে কতদিন কত অপরাহ্ণ—
দেখিতে দেখিতে তব প্রিয় পদচিহ্ন।
যত ভাবি ওই তব স্মৃতির আধার—
একমাত্র শান্তিবাণী জীবনে আমার—
যদি নাহি পারি তারে ধরিয়া রাখিতে,
বক্ষরক্ত বারি হ'য়ে উঠে নয়নেতে ;
অলক্ষ্যে ঝরিয়া পড়ে ধরিত্রীর বুকে—
হৃদয় নির্ব্বাক রহে অজানিত শোকে।

এ জীবন গত হ'লে মোর এই গৃহ,
কে রাখিবে বুকে এরে, কে করিবে স্নেহ ?
অযতনে অভিমানে একদিন কবে,
আপনার দুখে, ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাবে।

কেহ না জানিবে, সেই ভগ্ন স্তূপতলে,
কি রত্ন আমার প'ড়ে আছে অবহেলে,
চক্ষের মণির মত—তার চেয়ে প্রিয়—
যার পরিবর্ত্তে কিছু, ছিল না অদেয় ;
সেই তব পদরেখা ভগ্নস্তূপ মাঝে
পড়িয়া থাকিবে—মলিন ধূলার সাজে।

জীবনের এই মম সাধের মন্দির খানি
তিল তিল করি ক্রমে গ্রাসিবে ধরণী,
ধূলি পরে ধূলি কণা পড়ি' অবিরত,
সমতল হ'য়ে যাবে শ্মশানের মত।

নিম্ন হ'তে নিম্নে যাবে তব পদরেখা,
ধরিত্রীর কালগর্ভে রবে তাহা আঁকা।
কত যুগ হ'তে বুকে, ধ'রেছে ধরণী,
কত মণি, কত শত পরিপূর্ণ খনি,
এবার ধরিবে বুকে আর এক মণি—
আমার অমূল্য স্মৃতি—জীবন তরণী।

শেষ রশ্মি

এস ঋতুরাজ,
এস তুমি হাতে ল'য়ে—
এ জীবনের শেষ মালাখানি,

এস আজি সখা,
সাথে তব ল'য়ে এস—
শ্যামল তব উত্তরীয় খানি।

সদ্য ফোটা ফুলে,
বাতাসে বাতাসে তব,
রাঙ্গা মাটির প্রান্তরে প্রান্তরে,

মঞ্জু বন-ছায়ে,
কোকিলের গানে গানে,
অলিরাজের গুঞ্জরে গুঞ্জরে—

প্রতি তৃণে তৃণে,
আকাশের নীলিমায়,
বৃক্ষপত্রের রেখায় রেখায়—

প্রভাত কিরণে,
সন্ধ্যা-ঘন-কালিমায়,
সরোবরের কাণায় কাণায়,

জ্যোছনার মাঝে,
কুলু কুলু নদ-নাদে,
প্রস্রবনের ধারায় ধারায়—

প্রকাশিও তারে ;
আজি সে যেন আমার
অন্তরে থেকে বাহিরে মিলায়।

দেখে লব আজি
দু'নয়ন পূর্ণ করি,
এ ধরণীর সুষমার মাঝে,

মোর এ জীবনের,
শেষ বসন্তের দিনে,
হাসি খেলার কোলাহল মাঝে ;

দেখে লব তারে
জনমের শেষ দেখা ;
এ ধরণীর অন্তরে অন্তরে।

র'য়ে যাবে সখা,
তারি সেই ছবি খানি
উঠিবে জাগি মন্তরে মন্তরে।

আজিকার পরে
এ নয়ন মুদে যাবে,
এ জীবনের লুপ্ত হবে আভা ;

আমি চ'লে গেলে,
তুমি তারে নিত্য দিও,
এ প্রকৃতির সবটুকু শোভা।

ভাগ্য

এসেছিনু এ মরতে,
অদৃশ্য বিধাতা-দত্ত,
যে ভাগ্যটুকু ল'য়ে,
জীবনের পথে পথে
প্রান্তরে প্রান্তরে,
আমারে ঘুরায়ে নিয়ে
সে বেড়ায়েছে কত।
জীবনের প্রারম্ভে
সেইত' প্রথম দেখায়েছিল,
জননীর স্নিগ্ধ স্বচ্ছ স্নেহ,
শৈশবের খেলার সাথীর প্রীতি,
রঙে রঙে ছাওয়া
ভোরে-ফোটা ফুলগুলি ;
তা'রি মাঝে ছুটে ছুটে
প্রজাপতির রঙিন্ খেলা,
তা'রি সাথে প্রাণ ঢেলে
আপনার খেলার মাধুরী।

কৈশোরে, যৌবনে
এক এক করি,
ধরণীর প্রতি স্তরে স্তরে,
কি সুষমা দিয়া ছিল ঢালি !
আকাশের তারায় তারায়,
নদী-কলনাদে,
বিহঙ্গের প্রতি গানে গানে,
বসন্তের বাতাসে বাতাসে,
পর্ব্বতের তুষার-শুভ্র চূড়ায় চূড়ায়—
সরোবর বুকে জোছনার প্রতিচ্ছবি মাঝে,
কি অনন্ত সৌন্দর্য্য আনি',
আমারি নয়ন তরে
দিয়াছিল ঢালি ।
সকল সুষমা—
সকল সৌন্দর্য্য-মুকুটমণি
তোমারে—
সে দিয়াছিল আনি ।
এ জীবনে একদিন
সেই ত' বুঝায়েছিল,
এ ধরণী—সৌন্দর্য্যের প্রতিমাখানি ।
তার পর এ জীবনে,
ছোট বড় কত

নির্ম্মম তরঙ্গরাজি
অবহেলে ক'রেছি লঙ্ঘন,
ভেদিয়াছি কত
ঘনীভূত কুজ্ঝটি জাল—
জীবনের শত শত অশনি নির্ঘোষ
ডুবায়েছি অতলের তলে,
শুধু তোমারে ভাবিয়া ;
সকলই আমার সেই ভাগ্যের প্রসাদে।
আবার, এই জীবনেরই মাঝে,
আমারি সেই সর্ব্বসহায় ভাগ্যখানি,
এ জীবনের শ্রেষ্ঠ উপাদান
তোমারে—
ফেলেছে হারায়ে।

কাব্যশ্রী

অহরহ নিত্য নিত্য যে সুর বাজে
এই ক্ষুব্ধ ধরা মাঝে,
চারু তব সুমধুর মন্দ্রিত কঙ্কনে,
সঙ্গীশূন্য এই মোর নির্জ্জন অঙ্গনে—
বসি' বসি' নিত্য আমি শুনি,
তব যুগান্তের বাণী।
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি, দীর্ঘ বর্ষ ধরি,
আপনারে রহস্যে আবরি,
ত্রিদিব মাঝারে তুমি ত্রিকাল বাসিনী ;
হে মোর হৃদয়ের ভাগ্যরাণি !
শূন্যময় গগনের অনন্ত অঙ্কে,
কভু বা আনন্দে কভু বা আতঙ্কে,
প্রতিদিন জন্ম মৃত্যু লভি',
চন্দ্র আর রবি,
চিরন্তন খেলা করে রচি' আলো ছায়া—
আরও কত ধরণীর মায়া।
পুনর্জ্জন্মের আশা ধরি মরণে উদাস,
তা'রা দেয় বিশ্বে তব চরিত্র আভাস।

সাগরের কালব্যাপী তীব্র আকর্ষণে,
স্রোতস্বিনী ছুটে চলে ভীম গরজনে—
ধ্বংস-মন্ত্রে দুর্গম পথে সুগম করি,
চির দিবস শর্ব্বরী ;
তোমাতে বিলীন হ'তে আমারি মনের মত,
ধায় অবিরত—
অগাধ জলধি মাঝে আপনা হারাতে।
বিশ্বমাঝে তব আকর্ষণ স্ফুটিত করিতে—
চিরদিন ছুটিছে তটিনী ;
হে মোর হৃদয়ের রাণি !
গগনে গগনে যবে, ধ্বনিয়া রণিয়া ওঠে,
সর্ব্বহারার মর্ম্মবাণী অসীম দিগন্তে ছোটে,
মর্ম্মে পশি, সেই আর্ত্তস্বর—
করুণা ভিক্ষুর,
বক্ষ হতে টানি ল'য়ে যায় সবটুকু দয়া ;
আমি বুঝি—এও তব করুণার ছায়া ;
বসুধায় বিতরিছ আপনারে দিয়া—
হে মোর চিরবাঞ্ছিত প্রিয়া !
মোহিনী প্রকৃতির অনন্ত বীণার ঝঙ্কারে
যে সুর বেজেছে তব যুগ যুগান্তরে,
আজিও যে বাজিছে এ ভবে,
চিরদিন বেজে চ'লে যাবে—

কেহ বা শুনিবে তার মঞ্জু সুর—
বেদনা-আতুর,
কেহ শুধু তার—শূন্য প্রতিধ্বনি।
হে মোর অন্তরবাসিনী রাণি !
কত ব্যথা মাঝে, কত সৌন্দর্য্যের অন্তরালে,
কত রূপে, কত ছলে,
এ—ধরণী তোমারে প্রকাশে ভুবনে ;
কেহ দেখে,—কা'রো পড়ে না নয়নে।
অগণিত কত অনন্তদিন ব্যাপী
ল'য়ে আপনার ভাগ্যলিপি
কত এল কত গেল,
বৃথায় কাঁদিল,
কত শিল্পী, কত শত কবি,
নারিল অঙ্কিতে তব পূর্ণ ছবি ;
ভ্রান্ত তারা, বোঝে নাই বাঁধিবে কিরূপে—
সসীম পটে, সসীম ছন্দে, তব সীমাহীন রূপে !

প্রভাতে

আনন্দের কোলাহলে এ জীবন বৃথা মগ্ন করি,
স্তব্ধ ধরণীরে আমোদের গানে মুখরিত করি,
ইন্দ্রজালে আবরিয়া মিলনের মদির-শর্ব্বরী,
চলিয়া গিয়াছে কোথা—কোন্ স্বরগের যাদুকরী।
আজিকে হ'য়েছে সাঙ্গ মিলনের সম্মোহনী খেলা,
ফুরায়েছে যত ছিল লক্ষ্যহীন প্রমোদের মেলা।
উৎসবের প্রজ্বলিত উজ্জ্বলিত দীপশিখা গুলি
নিভে গেছে এক এক করি।
শুভ্র যুথিকা শেফালি
গন্ধহীন, রূপহারা হ'য়ে শুকায়ে গিয়াছে তারা।
বীণাগুলি, বাঁশীগুলি, অভিমানে হ'য়ে সুরহারা
নীরব হয়েছে আজি।
সেই অন্তহীন কল্পনার
পবন-বাহিত নন্দন সৌরভ বহিছে না আর।
উৎসবের শেষে, আজি প্রাতে এই বিজন শয়নে,
অবসন্ন মনে ক্লান্ত দেহে ভেসে আসে কানে—
ভৈরবীর স্মৃতি-বিজড়িত বেদনার তানে—

কোন্ উৎসবের রজনীর লুপ্ত মধ্যখানে
কবে কোথা ছিনু! আজি পড়িছে মনে প্রভাতী সুরে,
আজি আছি একা শুয়ে, কালি ছিনু কোন্ স্বর্গপুরে।
কালি যারা ছিল মোর পাশে, আনন্দের উৎস মাঝে,
আজি তারা আর নাই। চ'লে গেছে নিজ নিজ কাজে;
আমি শুধু রয়েছি পড়িয়া।
ভৈরবীর তানে তানে
মনে পড়ে—উৎসবের মত্তকরা সেই শেষ গানে,
কত আশা—স্বপনের কত শত নব নব ছবি
উঠেছিল জেগে। আজি তারা কোন্ অন্তহীন মৃত্যু লভি,
আপন অনন্তে বিলীন। আজি জাগিছে বেদনা,
যত ভাবি—সকলি সম্ভব ছিল—কিছুই হল না;
অনুশোচনায়, অবসাদে, এ জীবন কেটে যাবে,
নিরালা ঘরের মাঝে—একা বসে মনে হবে—
জীবনের কোন্ খানে, কোন্ রূপে, কোথা পরিণতি—
আপনি এনেছি ডেকে—আপনার ভীষণ নিয়তি।

অপূর্ণ

দীর্ঘ অবসর মোর আজি হ'ল অবসান—
অপূর্ণ রহিল সব, এবার হ'ল না গান !
রহিল বাঁশরী পড়ে
ধরণীর ধূলি ক্রোড়ে,
তব প্রিয় সুরে তারে—এবার হ'ল না সাধা,
এ বীণার ছিন্ন তারগুলি, আজিও হয়নি বাঁধা।
গগনে গগনে
বজ্র পাতনে,
যে বাণী তব শুনায়েছ ঘন-বরষায়,
যে পরশ দিয়াছ তুমি—ফুলবন-ছায়ায় ছায়ায়,
দেখেছি স্বাক্ষর তব বৃক্ষপত্র রেখায় রেখায়,
অন্ধ-রজনীতে গগনের তারায় তারায়—
অযুতে অযুতে দেখেছি প্রিয়া, তোমারি প্রতিমাখানি,
সাগর-গর্জ্জনে শুনেছি তব, অনন্ত বিদায় বাণী ;
সে গুলি আজি শুধু, র'য়ে গেল মনে—
এই বিদায়ের ক্ষণে।
মনে পড়ে তব শেষ কথা, সেই যৌবনের প্রথম দিনে,

তব শেষ মুখচ্ছবি, মুক্ত বাতায়নে,
নৃত্যভঙ্গে মুক্ত কেশ, তব পবন ব্যজনে,
সেই শেষ মিনতি তব, সজল কাতর করুণ নয়নে,
সেই বিদায়ের দিনে।
হে মোর বেদনা-বিহারিণী প্রিয়া !
আজি মোর সর্ব্ব শক্তি রিক্ত করি দিয়া,
এসেছে নিয়তি মম বাহির দুয়ারে ;
এখনও কল্প-মূরতি তব, মোর এ শূন্য শিয়রে,
নিয়ত র'য়েছে দাঁড়ায়ে—
করুণার বাতাস ছড়ায়ে।
আজিও হয়নি শেষ এ জীবনের পূত সাধনা,
এখনো বাজেনি বিশ্বে তোমার বেদনা,
আমি চ'লে গেলে তুমি এসো,' মোর এই ত্যক্ত তপোবনে,
পরিপূর্ণ করে দিয়ো মোর অন্তর-বেদনে,
শেষের মিনতি—মোর বিদায়ের ক্ষণে।

প্রশ্ন

দিনান্তের এই রক্ত-মাখা গোধূলি লগনে,
জীবনের এই স্তব্ধ প্রান্তে,
মরতের এই অসীম দিগন্তে,
নির্জ্জনের শান্তিময় কোলে
ভাবি ব'সে অবসন্ন মনে,
যে অফুরন্ত চিঠি তার
পাঠায়েছে বার বার,
আজিও যে বাতাসের শন্ শন্ রবে,
ব্যথিয়া উঠিছে প্রাণ তার অনুভবে,
সকল গানের লহরীর, গত জীবনের ব্যথা নিয়া,
একি সে পাঠায় মোর পাশে, তার আপনার অনুভূতি দিয়া।

আজি যে এই সন্ধ্যা-ঘেরা পুষ্করিণী তটে,
একা ব'সে জনশূন্য প্রস্তরের ঘাটে,
ধ্যান করি তার মায়াময়ী প্রতিমাখানি,
পলে পলে যে মূরতি,
বিস্মৃতি নিতে চায়
আপনার কালো কোলে টানি ;

সেকি কভু মুহূর্ত্তের বেদনার ভরে,
পবন স্বনন হ'তে
মোর এ বারতা,
বুঝে কি নেয় সে পলকের তরে ?

এই যে অবিনশ্বর মনেতে আমার,
অমর করিতে নশ্বর দেহ তার,
প্রাণের রঙিন্ তুলি দিয়ে
এঁকেছি যে পট তার —
তার সেই কবে-শোনা চরণের নূপুরের ধ্বনি,
গানে গানে ছন্দে ছন্দে মোর
রেখেছি যে গেঁথে তার প্রতিধ্বনি ;
সেকি এ সাধনার অতি ক্ষুদ্র পরমাণু কোনও,
আনন্দের অঙ্কে বসি' আজ,
ভালবেসে নিয়েছে কি কিছু,
আমারে ভেবেছে কি কোনদিনও ?

হারাণ প্রদীপ

এ জীবনের প্রথম প্রভাতে,
মেলেছিনু যবে
ক্ষুদ্র দুটি আঁখি
এ ধরণীর বিমল শোভাতে—
শৈশবের স্বচ্ছ মনে
পড়েছিল শুদ্ধ ছবি,
এ জনমের প্রথম দিনেতে।

কি অরুণের তরুণ লা[illegible]া,
সাথে লয়ে তার
কত ফুল রেণু,
কি আকাশের গভীর নীলিমা
এসেছিল ধীরে,
এক এক করি
এ জগতের সকল সুষমা!

এখনও ত' আছে সে আকাশ
সেদিনেরি মত
ফুটিতেছে ফুল,
এখনও ত' বহে সে বাতাস,
তবু ত হৃদয়ে
হয় না ক' আর
সৌন্দর্য্যের সে মধুর বিকাশ !

জীবনের সে কোন্ এক দিনে,
যে ফুল ফোটেনা
ফুটে ছিল বলে,
আজিকার এ অচল জীবনে,
সকল সুন্দর—
অসুন্দর লাগে
এক মাত্র সে—তাহার বিহনে।

সন্ধ্যায় প্রভাত

যদি কোনদিন এ জীবন গত হলে,
কভু যদি ঘুম ভেঙ্গে দেখ আঁখি মেলে,
তোমারে যে একদিন কত আশা করে
কত যে মিনতি নিয়ে কত ধীরে ধীরে,
ভাঙ্গাতে তোমারি ঘুম এসেছিল বৃথা,
নাহিক সে আর, তার ফুরায়েছে কথা ।
যে কথা সে বলে গেছে কত বার বার
বলিতে সে সব কথা, আসিবে না আর ।
সেদিন যদি গো, মোর কোন ছোট কথা
কোমল তোমার হৃদে দেয় কোন ব্যথা ;
যদি গো সেদিন কোন নিরুদ্ধ হতাশে,
অতলের মর্ম্ম তব উঠে আসে ভেসে,
কাতর হ'য়োনা তুমি ; কিছুই ভেবনা ;
সব মুছে ফেলে দিও, নিও না যাতনা ;
স্তব্ধ এই ধরণীরে জাগায়ে তুলনা,
আপনার জাগরণে বেদনা 'পেয়ো না ।
সুপ্ত সে হৃদয় তব উঠিলে জাগিয়া,
নীরবে শোয়ায়ো তারে ব্যথায় ঢাকিয়া,

পৃথিবীর আঁখি হ'তে আড়াল করিয়া।
তবু যদি ক্ষুব্ধ মন ব্যথিয়া ব্যথিয়া,
উত্তর দিবার তরে মোর জিজ্ঞাসার—
নিষ্ফলে আমারে খুঁজে চাহে বার বার,
আবার করিও শান্ত অশান্ত হৃদয়ে,
রেখ' না এ স্মৃতিখানি নিজ বুকে ল'য়ে।
তবু যদি নাহি মানে আত্মহারা মন,
কহিবারে অকথিত কথা, অনুক্ষণ
খোঁজে যদি কোন্ এক মরণে বিলীন,
প্রতি ক্ষুদ্র চিহ্ন যার বিভূতি মলিন,
তারে যদি হাহাকারে খুঁজে খুঁজে মরে,
কাতরে ডাকে গো তারে বিষাদের ভরে,
দুঃখ ক'রোনা তুমি।
তবে চাহ যদি,
নীরবে গোপনে শুধু একবার কাঁদি,
বক্ষ তব স্পর্শ ক'রো ছুঁয়ে মালাখানি
আঁখিবারি ধরণীতে ফেলো, নয়নেতে আনি',
অশ্রুত অশ্রুতে তব শুনিব সে বাণী,
প্রাণঢালা প্রেম তব লব আমি মানি।

অবেলায়

ঘুমায়ে রয়েছে ওই নিশীথ বুকে,
মেখেছে হাসির রেখা মুদিত চোখে ;
জনম মরণ ভুলে, বসন আঁচল মেলে,
খেলায় কাতর হয়ে, কখন পড়েছে শুয়ে ;
অমল অটুট শান্তি অধরে মেখে,
জীবনের সব কথা তিমিরে ঢেকে।

সুখের রজনী যবে রবে না বাকি,
গাহিয়া উঠিবে যবে প্রভাতী পাখী ;
নিভ' নিভ' দীপখানি কহিবে বিদায় বাণী,
ফুলের গহনা রাশি শুকায়ে পড়িবে খসি ;
একে একে সব যাবে, রহিবে ফাঁকি,
তবুও ঘুমাবে প্রিয়া আঁধারে থাকি।

তটিনী ছুটিবে সেই সাগর পানে,
ছুটিবে মধুপ কত কিসের টানে ;
করুণ যোগিয়া সুরে ধরণী কহিবে কারে,
"যা ছিল স্বপন ঘোরে আসিবে না আর ফিরে"
জাগিবে বসন্ত কত ফুলের বনে,
ঘুমায়ে রহিবে প্রিয়া সরল মনে।

যামিনী তরণী যবে দাঁড়াবে থেমে,
উষার প্রথম আলো আসিবে নেমে,
ফুলরাগ উড়ে এসে, প্রিয়ার নিশাসে মিশে,
আরো সুমধুর হ'য়ে আপনি পড়িবে নুয়ে,
ভোরের বাতাস যাবে অলক চুমে,
ঘুমায়ে রহিবে প্রিয়া গভীর ঘুমে।

আমারে ছুটিতে হবে আপন পথে,
ভোরের শীতল হিম ছায়ার সাথে,
পরে যেতে বেলা ক'রে, মরণ দেবে না যেরে,
আমার যাবার কালে, সকল হৃদয় খুলে,
দিয়ে যাব আমি তারে আপন হাতে,
আমার আশীষটুকু প্রিয়ার মাথে।

রহিবে একেলা ঘুমে আমার প্রিয়া,
সুখের শয়ন মাঝে আঁধার নিয়া,
মুদিয়া আঁখির পাতা, বাহু 'পরে রাখি মাথা,
আমি যে রব'না সেথা তাহাতে পাবে না ব্যথা,
আমি যাব সব মোর আনন্দ দিয়া,
তবুও ঘুমায়ে রবে আমার প্রিয়া।

জাগিয়া দেখিবে প্রিয়া হ'য়েছে বেলা,
কখন চলিয়া গেছে প্রভাত বেলা ;
মেঘের আড়ালে ঢাকা তপন দেয়নি দেখা,
তাইতে বোঝেনি প্রিয়া আপনার ভুল নিয়া,
কখন্ হ'য়েছে সাঙ্গ ঊষার খেলা,
মেঘে মেঘে ঢাকা নভঃ হ'য়েছে বেলা।

দান

সে যে আজ নাহি হেথা
রহিবে না কোনদিন,
এ কথা যে রবে মনে
অহরহ প্রতিদিন।
ক'রেছিনু অভিযোগ
করিয়াছ অবিচার,
সময় এসেছে আজ
সেই ভুল বুঝিবার ;
তবু যে দু'দিন তারে
মোর কাছে দিয়েছিলে,
মৃত্যুহীন হাসি তার
মনমাঝে গেঁথেছিলে,
সেই ত' তোমার প্রভু
জীবনের মহাদান !
এতদিন এই কথা
বোঝে নাই মোর প্রাণ।

চিরন্তনী

কিশোর ছিল বয়স যখন করুণ ছিল মন,
সেই ত' সবে উঠ্ছে অরুণ স্নিগ্ধ ফুল বন,
উদিত সেই রবির আলোয় প্রথম আঁখি মেলে,
নয়ন পথে, তুমিই প্রিয়া প্রথম ছুটে এলে,
সকল হিয়া লুটিয়ে দিলে, দেবতা এক এসে,
ব'ল্লে মোরে কাটবে জীবন তোমায় ভালবেসে।

২

হঠাৎ কবে দুপুর বেলায় উঠ্ল রবি জেগে,
প্রখর তাপে তীব্র আলোয় ব'ল্লে মোরে ডেকে-
"যৌবন আজ এসেছে রে তোর, অতিথি তোর দ্বারে
উচিৎ মত পূজারে তার ক'রতে হবে তোরে"
উদ্দাম তার সেবায় পূজায় কাট্ল দিন কত,
নূতন ফুল, নূতন সুবাস, নূতন কত শত।

৩

মলিন এক সাঁঝের বেলায় ডুব্‌ল রবি কোথা,
আঁধার এসে ঘিরল জীবন, জাগল মনে ব্যথা ;
একটু আলো, একটু আঁধার, তোমায় দেখি আজ,
যখন আর নাইক' কিছুই, সাঙ্গ আমার কাজ ;
জীবন শেষে সাঁঝের বেলায় আজকে তুমি প্রিয়া
দেখাতে পথ—এসেছ যতনে তারার দীপ নিয়া ?

ছবি

খর নিদাঘের
শান্ত সন্ধ্যাকাশে,
ফুটেছিল তারাগুলি।
নিরালা সে কুঞ্জমাঝে,
পূর্ণিমার সাঁঝে,
চাহিল নিশীথস্বামী—
অনিমেষ আঁখি মেলি।
সে পুণ্য লগনে তুমি
ধীরে ধীরে উঠি',
আপন মোহন অঙ্গুলি দিয়া
তুলিলে কামিনী গুচ্ছ ;
হে মোর হারানো প্রিয়া!
সরমে, গোপনে রাখি
অন্তরের কথা,
মুখে শুধু মৃদু হাসি,
নীরবে আমার হাতে,

দিয়াছিলে (সে) পুষ্পরাশি।
শুকায়েছে ফুলগুলি,
কালের করালগ্রাসে
আজি হ'য়েছে বিলীন।
স্মৃতি শুধু তার র'য়েছে উজল,
কোনদিন হবে না মলিন।

মায়া

স্বপ্নলোকের অন্তরেতে বাহ্যচোখের অন্তরালে,
হাস্যমুখী কল্পলীলা নৃত্য করে তাল-বেতালে ;
সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে শঙ্খ-মুখর মন্দিরে,
নিত্য দেখায় চিত্ত আমায় ভাগ্য-লোকের কন্দরে,
কোন্ রূপসী প্রেমপিয়াসী চরণ ফেলে চঞ্চলে,
বিশ্ব ভরায় কল্পলোকের গন্ধে ছাওয়া অঞ্চলে ;
চক্ষে কাজল, বক্ষে বাদল ফুল্ল তবু আস্য তাহার,
সর্ব্বনাশী দৃষ্টি তাহার লক্ষ্য শুধু বক্ষ আমার !
হঠাৎ কখন্ বদ্‌লে ফেলে বর্ণ তাহার মত্ত-করা,
দুঃখ ভরে করুণ চোখে গণ্ডে বহে বাষ্প ধারা ;
নিত্য বাজে বংশী তাহার বক্ষে আমার সর্ব্বহারা,
স্বর্ণ রঙের ব্যর্থ স্মৃতি তীব্র ব্যথায় চিত্তহরা।

বেদনা

মোর শুষ্ক হৃদয়ের
ভগ্ন বীণাখানি,
ছিন্ন তার তারগুলি
বক্ষে ল'য়ে টানি,
নিভৃতে একদিকে নীরবে পড়িয়াছিল,
অজানা কোন্‌দিন আপনি ভাঙিয়াছিল।

তব মোহন অঙ্গুলির
ক্ষীণ পরশনে,
তব অন্তর হৃদয়ের
আর্ত্ত মূরছনে—
সহসা একদিন পুলকে বাজিয়াছিল,
বাজিয়া একবার,—মূহূর্ত্ত বাঁচিয়াছিল।

তার পর এ জীবনে
গেছে কতদিন,
সে সুর—লহরী আজি
হ'য়েছে বিলীন,
এখনো রহিয়াছে, আবার পড়িয়া আছে,
ক্ষুব্ধ সে তারগুলি, আবার ছিঁড়িয়া গেছে।

নাহি জানি বিস্মরণ
আসি' কোনদিন,
ভাঙা মোর বীণাখানি
ক'রেছে মলিন ,
সে সুর সকরুণ ধ্বনিয়া ওঠে না আর,
থেমেছে তোমারি তোলা বীণার ঝঙ্কার।

তবু দেখি মাঝে মাঝে
গোধূলি লগনে,
ঘরে ফেরা রাখালের
বাঁশরীর তানে,
পছিম দিগন্তের রক্তিম অন্তিম বাণী—
এ সুপ্ত হৃদয়ের অন্তরে, কি দেয় আনি !

মনে পড়ে একবার
তখনি চকিতে,
পুনরায় ভুলে যাই
সহজে মোহেতে,
একদা এসেছিলে, আপনি জীবনে মোর,
আজিকে গেছে ছিঁড়ে, স্মৃতির উজল ডোর

ক্ষণেকের তরে কবে
অশুভ কুক্ষণে,
ভালবেসেছিনু তোমা'
বিচলিত মনে,
ভুলেছি তাই আজ, তোমারি শেখান গান,
কাঁদেনা আজি আর, তোমারি কাঁদান প্রাণ।

তব প্রেম-স্বরগের
প্রথম সোপানে,
একদিন উঠেছিনু
কেন যে গোপনে,
আবার নেমে যেতে অতল জীবন মাঝে,
অযথা স্বার্থে ভরা, ডুবিতে আপন কাজে।

আজি তাই মনে হয়
জীবনের শেষে,
যখন মরণ শিরে
দাঁড়ায়েছে এসে,
তোমার নিজহাতে দেওয়া প্রণয় দান,
নেওয়া হয় নাই, রাখিতে পারি নি মান।

হয় ত' জীবনে আর
হবেনাক' দেখা,
ক্ষমা চাওয়া পাওয়া,
মনে রবে রাখা ;
রহিবে তবু মনে, কোনদিন এ জীবনে,
অদৃশ্যে তব ক্ষমা, চাহি লব মনে মনে।

জনম মরণ লভি'
কত যুগে যুগে,
আসিব তোমার কাছে
ক্ষমা নিতে মেগে ;
হয় ত' কোনবার পাইব তোমার দেখা,
সেবার ক্ষমা ক'র ; তারপর রব একা।

মিনতি

যদি কভু এ জীবনে এই আলোকিত নগরের,
মনুষ্য-গঠিত শত শত বিলাস-উদ্যানের
একটির মাঝে গিয়া আমি আপনা হারাই,
জীবনের সবটুকু, উন্মত্ত আনন্দে ডোবাই ;
যদি সেই মায়াবৃত শুভ্র স্বচ্ছ হর্ম্ম্যতলে,
ছায়াশূন্য শত শত উদ্ভাসিত তীব্র দীপ্তিতলে,
উচ্ছসিত সঙ্গীতের লক্ষ লক্ষ মত্ত-করা তানে,
আকুলিত চিত্ত যদি, বার বার বহে উজানে,
নৃত্যরসে ছলাবৃতা নগ্না বাস্তবী আসি যবে,
ভাসা ভাসা প্রণয়ের অভিনীত আবেদন সবে—
শুধু আমারি পায়ের তলে সমর্পিয়া দিবে ;—
আমার এ দুর্ব্বল হৃদে আঁখিবাণ সঘনে হানিবে ;
তব শান্তিময়ী স্নিগ্ধ কোমল তিমিরে ঢাকিয়া,
তব পুণ্য প্রতিমাখানি তুমি ধ'রো নয়নে তুলিয়া,
মদিরার সকল কালিমাটুকু মুছে দিও প্রিয়া,
তব বাণী যদি নাহি মানি, তুমি যেও আবার ফিরিয়া

সম্বরণ

কাঁদিছে হৃদয় আজি কাহার বিহনে—
এই উৎসবের দিনে—
বিমর্ষ ধরণী সেজেছে বিষাদের সাজে
তা'রি অনুরূপ ;
মম অন্তর কহিছে শুধু "চুপ্, চুপ্, চুপ্।"

কবে শোনা কোন্ সুর থেকে থেকে থেকে—
আজিকার দিনে—
আলোড়ি' উঠিছে মনে কি তীব্র বেদনে,
হৃদি অন্ধকূপ ;
মম অন্তর কহিছে শুধু "চুপ্, চুপ্, চুপ্।"

হৃদয় খুঁজিয়া মরে ধরণীর প্রতি দেশে দেশে
আজি এই দিনে—
আপনার কোন প্রিয় আলয়ে ;—দেখিবারে পায়
শুধু ভগ্নস্তূপ ;
তবুও অন্তর কহে "চুপ্, চুপ্, চুপ্।"

ধমনীর প্রতি রক্তকণা, নিশ্চল নিস্পন্দ আতুর বেদনে,
এই শুভদিনে—
আকুল আহ্বানে তার আশ্রয় মাগিয়া কহে—
"রক্ষ মোর ভূপ" ;
অন্তর কহিছে তবু "চুপ্, চুপ্, চুপ্।"

সর্ব্বহারা ছুটে যায় কোন্ স্নেহ-অঙ্ক পানে,
এই শেষ দিনে—
ফুকারি' ফুকারি' হতাশায় কেঁদে কহে—"ওগো
হ'য়ো না বিরূপ" ;
তবুও অন্তর কহে "চুপ্, চুপ্, চুপ্।"

সোনার স্বপনগুলি ভেঙ্গে গেল একে একে—
এক এক দিনে ;
আজি ভাবি জীবনের প্রান্তে—একি অদৃষ্টের
নির্দ্দয় বিদ্রূপ ;
তবুও অন্তর কহে "চুপ, চুপ, চুপ্।"

শেষ

মহাবসন্তের হৃতহরষে,
এই জীবনের প্রতি বরষে,
ঝরাফুল তুলে তুলে
গেথেছিনু যে মালা—
স্তব্ধ নিশির অন্ধকারে,
চিরমরণের অভিসারে,
একা ব'সে চুপে চুপে
খেলিতাম যে খেলা—
ধীরে ধীরে একে একে,
শুকায়েছে মালা গুলি,
যে গুলি আমার ছিল,
সব আজি গেছে চলি'।

চিরন্তন

তুমি যদি কোনও দিন,
অকস্মাৎ আঁখি মেলে
দেখিবারে পাও,
নূতন রঙে সেজেছে ধরণী—
মধ্যাহ্নের খরসূর্য্যের,
দীপ্ত তপ্তচ্ছটা
নাহি আর ; রাঙা রঙে রঙিন্ হ'য়ে,
এসেছে মধুর সায়াহ্ন।
সেদিন যদি—
মুছে গেলে এই মোর শেষ চিহ্নটুকু,
চেয়ে দেখ' শূন্য আকাশের দিকে,
দেখিবে আমারে—সেথা রয়েছি ভরিয়া।
তীব্র পিপাসায় যদি কভু
ছুটে যাও স্রোতস্বিনী তীরে,
সেথা জলমাঝে—
মোর প্রতিচ্ছবি দেখিবারে পাবে।
দীপ্ত ক্ষুধায় কাতর হ'লে,

প্রাণরক্ষী খাদ্যের মাঝারে,
পাবে তুমি মোর স্পর্শ খানি।
দিনব্যাপী হাসি খেলা উন্মত্ত আনন্দের
বিমর্ষ অবসাদ—
জ্যোৎস্না-হসিত শান্ত নিশীথে,
নাশিবে যবে স্নিগ্ধ চন্দ্রকর আসি'—
তা'রি মাঝে তুমি দেখে নিও,
মোর হাসি রেখা।
তব দ্বারে,
গৃহহীন আতুরের কাতর আহ্বানে—
শুনে নিও তুমি,
মোর শেষবাণী।

সুপ্তি

সেদিন সেই জীবনের রাঙ্গা প্রভাতে
তোমারে ডাকিয়াছিনু।
—আমার সেদিনের সেই নিমন্ত্রণে,
বেদনা যত ছিল মনে,
তার প্রতিকণা
তাহাতে ঢালিয়াছিনু।
ডেকে ডেকে চেতনা হারায়ে,
কখন প'ড়েছি ঘুমায়ে
নিশীথ শয়নে ;
তব আগমনী গান গেয়ে
বাতাস আসিল ধেয়ে,
খোলা বাতায়নে।
অচেতন ছিনু আমি অলস শয়নে।
রজনীর কোন্ ক্ষণে তুমি এসেছিলে,
কাণে কাণে চুপে চুপে মোরে ডেকেছিলে,
তোমার সে কণ্ঠস্বর শুনেছিনু আমি
সোনার স্বপনে।
আমি ছিনু অচেতন আপন শয়নে
ধীরে ধীরে অতি সাবধানে,
কপোলে, কপালে মোর অতি সন্তর্পণে,

শ্বেত কোমল তব হাতখানি দিয়ে
আমারে ডেকেছিলে যতনে ছুঁয়ে ;
তোমার সে স্পর্শটুকু পেয়েছিনু আমি
মায়ার স্বপনে।
আমি ছিনু অচেতন বিফল শয়নে।
জেগে দেখি তুমি নাই, গিয়াছ চ'লে,
বিদায়ের কোন বাণী যাওনি ফেলে ;
শুধু একলা ঘরের দীপশিখা 'পরে
অগণিত পতঙ্গ কত, এসে পুড়ে মরে,
কিসের ছলনে !
তবুও রহিনু শুয়ে নিশীথ শয়নে।
তোমারে ডেকেছিনু কবে, সেই রাঙ্গা-প্রভাতে,
বুঝিনি তখন, আসিবে তুমি নিশীথ রাতে--
ঘুমায়ে পড়েছিনু তাই নিশি আসিতে।
তোমার আহ্বানে প্রিয়া,
জীবন মরণ নিয়া
জেগে ওঠে ত্রিভুবন আপনা ভুলিয়া,
ছুটে যায় নদীজল পাষাণে ঝরিয়া,
বারিধারা ঝরে, নিরন্ধ্র অম্বুদে গগনে গগনে,
ফুটে ওঠে নন্দন কানন নব—মৃত শ্মশানে,
আমি শুধু ছিনু অচেতন নিজ শয়নে।

বিসর্জ্জনী

আগমনী সুর যার বাজেনি কভু,
তারই শুনি আজি, বিসর্জ্জনী গান,
হৃদয়ে গরজি ওঠে বিদায়ের তান।
প্রস্রবিনীর উৎস হ'তে উঠি' জলকণা,
আপনার বেগে আপনি উন্মনা,
অসংযত, দিকে দিকে পড়িছে ছড়ায়ে,
স্তব্ধ বিশ্ব শুধু দেখিছে দাঁড়ায়ে।
আজি তারে সংযত করি,
আপনার স্নেহে ধরি
যতনে কে ফিরাবে তারে রুধি' তার গতি ?
হায়, ধরণীতে কেহ কি আজি ধরে না শকতি ?
লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের মন্দিরে মন্দিরে,
কত পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে,
বেজেছিল যে মহামঙ্গলের মর্ম্মভেদি হুলুধ্বনি,
থামিয়া গিয়াছে আজি, নিথর নিস্তব্ধ ধরণী,
তারই মাঝে শুনি কার—নীরব বিসর্জ্জনী।

জীবনের পথে

এই যে সেদিন বিকাল বেলায় পথে যেতে যেতে,
আনন্দের এক উন্মাদনায় গিয়াছিলাম মেতে।
সবাই ব'ল্লে "এই জনতায় মনটা রঙিয়ে নে—
হাস্‌তে পারিস্ নাচ্‌তে পারিস্, ভাব্‌তে পাবিনে।"
মনটা যখন ডুবে ছিল কলরবে মেতে',
দেবতা এক কোথা হ'তে এলেন আচম্বিতে ;
একটু খানি দাঁড়িয়ে থেকে বল্লেন ক্ষণেক পরে,
"অবশেষে এদের সাথে, তুইও গেলি মরে ?"

ভ্রষ্ট লগ্ন

বিচ্ছিন্ন এক মেঘখণ্ড সম,
ব্যথিত এ চিত্ত মম,
বরষ বরষ ধরি
ঘুরিয়া মরিছে ফিরি।
শূন্যময় নীল নভস্তলে,
অবিরত, শুধু ভেসে চলে।
অজানা সে একদিন,
বাহিরিল সাথীহীন,
তুঙ্গ কোন হিমগিরি তরে।
কি বেদনার ঘনীভূত বাষ্পভারে,
আপনারে করিয়াছে পূর্ণ।
তার সে ব্যথার প্রতি বর্ণ,
অর্ণঃ সম দ্রবীভূত করি,
বিশ্বমাঝে আপনা বিস্তারি,
বিলীন হইয়া রহিতে যুগে যুগে,
ঘুরিছে আপনার পথে, আপনার বেগে

কত শতবার শৈলশির সন্নিধানে গিয়া,
পরশন ভিক্ষা তার মাঙ্গিয়াছে হিয়া।
অকস্মাৎ কোথা হ'তে বিরুদ্ধ বাতাস,
পুনঃ পুনঃ ফিরায়েছে করিয়া নিরাশ।
আজিও তাই এ হৃদয় মরিছে ঘুরে,
রুদ্ধ তার কি বেদনার যাতনা-ভরে।

ক্ষমার লাজ

কত মম অপরাধ
কত শতবার,
কতবার হেসে খেলে
করিয়াছ ক্ষমা ;
তুমি হেথা নাহি আজ
কেহ নাহি আর,
আমার এ হাসি খেলা
করিবারে ক্ষমা।

নব নব অপরাধ
যত করি আজ,
ততই সে ক্ষমা তব
হৃদয়েতে বাজে,
হৃদয় ভরিয়া ওঠে
যত ভাবি আজ—
দয়া ক'রে দেওয়া তব
সে ক্ষমার লাজে।

অগ্নি-সত্য

যে আঁধার ঝ'রে ঝ'রে পড়ে
সন্ধ্যাসতীর ছায়ার আঁচল হ'তে,
আলোকের রাশি রাশি শিখা
সঘনে পড়িছে মোর নয়নেতে।
সারাদিবসের অর্থহীন হাসি খেলা,
আপন সৌরভে ব্যর্থ-করা ফুলমালা,
হ'য়েছে মলিন, তবু মৃদু হাসে ;
দিগন্তের ওই রক্ত-মাখা শেষ বাণী,
কোন মূর্ত্ত আশা বক্ষে মোর দেয় আনি'
আপনার তার অভিনব ভাষে।

জীবনের এই ম্লান সাঁঝে,
কুণ্ঠা-রহিত ছায়ার কালিমা মাখি,
মরণের কোন্ অগ্নি-সত্য
বার্ত্তা আমার হৃদয়ে যেতেছে রাখি

সহসা আমার অজ্ঞানের এই সুরা পাত্রখানি,
ভেদি' এ তিমির স্পষ্ট করি, কেবা, কি ভাবে না জানি
দিতেছে ভরিয়া স্বাদহীন জলে ?
বিহগ-গীতির মূর্চ্ছনার ওই ভাষা-হীন দয়া,
ভরিয়া দিতেছে বক্ষে মোর, কোন্ স্বরগের মায়া—
বাতাসে বহিয়া বেদনার ছলে ?

এ কুটীর ঝরা ঝরা ফুলে,
স্বপ্ন-লোকের অজানা গৃহের মত,
গ'ড়েছিনু দিনে দিনে আমি
ব্যর্থ-হৃদয়ের দিয়া যে বেদনা কত !
আজিকে সেগুলি অন্ধকারে সাথী-হারা,
কোন্ মরণের ইন্দ্রজালে প'ড়ে ধরা,
তবুও হাসিছে কি অমর হাসি !
বোঝেনি হৃদয়, অন্ধ মনে ছিল মিশি,
উদিয়া গগনে সন্ধ্যাতারা নিশি নিশি—
সাঁঝের তিমির নিত্য যায় নাশি ।

মানসী

কত বার বার
কত রূপ ধ'রে,
অজানা ভাগ্যের
কত ছল ক'রে
এসেছ নয়ন পথে,
তবু প্রতিবার
বুঝি দয়া ক'রে
ধীরে চ'লে গেছ,
মোরে রাখি দূরে,
হে হৃদয়ের মানসী আমার !
জীবন নিয়েছ সাথে

প্রতি বার বার
ধীরে ধীরে ধীরে,
সকল হৃদয়
দিয়াছি তোমারে,
কহিনি কোনই কথা ;
তবু কোনবার
কিছু জান নাই,
শুধু জেনে গেছ'
আমি কেহ নই,
হে হৃদয়ের মানসী আমার !
গোপন রেখেছি ব্যথা ।

মন্ত্র

আজি অপরাহ্নে
আর একবার
দেখেছি তোমারে।
মোর নয়নের শিরায় শিরায়—
শত শত তব ছবি
উঠেছিল ভেসে।
তব কণ্ঠের স্বর্ণহার
মুহূর্ত্ত দুলিয়া,
আবাহনে জাগায়ে তুলেছিল,
মরতের সুপ্ত শোভাগুলি।
তব স্নেহ বাণী শুনি,
হৃদয়ের মূক বীণা খানি,
য়া উঠেছিল বাজি।

হে মোর কল্প-স্বপনের
হে মায়াদেবি!
আজি তুমি মোরে
শিখায়েছ,
যে আনন্দের মহা-সঙ্গীত—
অনন্ত ক্ষমার যে পবিত্র মন্ত্র—
আমি দিব বিতরণ করি,
চরাচরের এক প্রান্ত হতে
প্রতি প্রান্তে প্রান্তে।
ধরাতল উঠিবে জাগিয়া—
ভ্রান্ত পথের যাত্রীগুলি
পূণ্য পথে যাবে।
তব নাম বিতরিয়া অধরে অধরে,
আমি গা'ব তব প্রিয়বাণী।
জনতার মাঝে
রহিব একাকী,
তোমারই ত্যাগের প্রতিমা পূজি'।
তোমারই মায়ার বাঁধন নিয়া—
মুক্ত করি দিব,
আমি যারে যারে
রেখেছি বাঁধিয়া।

যাত্রা

ক্লান্ত রবি—
আমার আশার মত,
অতি ধীরে ধীরে
দিগন্তে ডুবিয়া মরে।

পছিমের
সোনার মরণ বাণী,
আকাশের অদৃশ্য কবি,
একে একে তুলিছে ধরিয়া—
অনাগত জীবনের নব নব ছবি

তারি সাথে—
সযতনে মিশায়েছে
কি করুণ কত শত আধ-ভোলা কথা,
থাকি থাকি উঠিছে কাঁপিয়া,
মোর গত জীবনের অনুভূত ব্যথা।

কবে হ'তে—
চলিতে চলিতে জীবনের পথে,
এসেছি ফেলিয়া পাছে
কত শুভদিন,
এক ভাগ্যদেবী—
সে আজিকে কোথায় রহিয়া গেছে।

সে দিন ছিল—
উদ্ভাসিত বালার্কের প্রভাতী কিরণে,
মন ছিল হিল্লোলিত,
দখিনের সুশীতল স্নিগ্ধ সমীরণে।

বসন্ত জাগ্রত ছিল ঘুমন্ত নিদাঘে,
অনুরাগ জেগেছিল ঘুমন্ত বিরাগে।
তারি মাঝে—
এসেছিল মায়াদেবী—
হাতে ল'য়ে ভোরে-ফোটা শেফালির মালা
সযতনে আমারই ভাগ্যসূত্র দিয়া গাঁথি;
সে মালা শুকায়ে গেছে,
হ'য়েছে আজিকে আমারই মরণ-সাথী।

সে সকল দিন—
এসেছিল একবার ;
সেই ছিল আদি তার সেই ছিল অন্ত ;
শুধু অনুভূতি তার হ'য়েছে অনন্ত।

নিশিশেষে—
কালি যবে উদিবে তপন,
হাসিবে ধরণী—সাজিবে ভুবন,
কোন্ জীবনের মাঝে, আমি চ'লে যাব,
যে আসেনি এ জীবনে—
সে জীবনেও তা'রি প্রতীক্ষায়, আমি ব'সে রব।

শান্তি

যবে উঠিবে বিশ্বে—
মহাপ্রলয়ের আর্ত্ত উতরোল,
দিগন্তে উঠিবে গর্জ্জি সমুদ্রের হিল্লোল কল্লোল,
বিরাজিবে ভীম ঘূর্ণিবায়ু, আপনার ঝঞ্ঝাবাতে,
দুর্ণিবার আঘাতে আঘাতে
উৎপাটিয়া চূর্ণ করি পর্ব্বতে পর্ব্বতে,
চরাচর উঠিবে চমকি ক্ষণে ক্ষণে
দম্ভোলি গর্জ্জনে ;
আতঙ্কিবে দিগন্ত-প্রান্তে মহাকাল অশনি পাতনে,
বিশ্বগ্রাসী লেলিহান জিহ্বা মেলি
অগ্নিশিখা ছুটে যাবে ধরণীর ভিন্ন বক্ষ দলি,
তুমি এস প্রিয়া !
তব করুণার আঁখিবারি নিয়া ;
শান্ত ক'রে দিও সেই উন্মত্ত ভুবন মন্থন ;
তব শান্ত মূরতিরে এই ধরামাঝে ক'রো চিরন্তন ।